জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল কর্তৃক প্রনীত
মুক্তিযোদ্ধা যাচাই-বাছাই নির্দেশিকা।

কারা যাচাই-বাছাই এর আওতাভূক্তঃ

১) লাল তালিকায় অর্ন্তভুক্ত কিন্তু যার বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে;

২) তালিকাভুক্তির জন্য অন লাইন-এ এবং নিধারিত সময়ের মধ্যে সরাসরি জামুকায় আবেদনকৃত;

৩) ভারতীয় তালিকা বা লাল মুক্তিবার্তা তালিকাদ্বয়ের বাইরে গেজেটভুক্ত/তালিকাভুক্ত/সরকারি চাকুরি গ্রহণের সময় ঘোষণা প্রদানকৃত/শুধুমাত্র সাময়িক সনদপ্রাপ্ত;

৪) ভারতীয় তালিকা বা লাল মুক্তিবার্তা তালিকাদ্বয়ের বাইরে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল (মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিস্বাক্ষরিত) কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্র প্রাপ্ত ।

যাচাই-বাছাই পদ্ধতিঃ

১। জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল (জামুকা) কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ, স্থান ও সময়ে উপজেলা যাচাই-বাছাই কমিটির মাধ্যমে যাচাই বাছাই কার্যক্রম সম্পাদন করা হবে।

২। যাচাই-বাছাই এর তারিখ জাতীয় পত্রিকায় পরপর ০২(দুই)দিন প্রকাশ, ইলেকট্রেনিক মিডিয়া ও ওয়েবসাইট এ প্রচার করা হবে। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট উপজেলায় মাইকিং করা হবে।

৩। যাচাই-বাছাই কার্যক্রম একটানা চলবে। উপস্থিত বাস্তবতা বিবেচনা করে যাচাই বাছাই কমিটির সময়ের বিষয়ে ভিন্নরুপ সিদ্ধান্ত নেয়ার এখতিয়ার থাকবে।

যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়াঃ

১। যাচাই-বাছাই আওতাভুক্ত সক্রিয় মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষেত্রে জীবিত ও দেশে অবস্থানরত মুক্তিযোদ্ধাকেই ফরম পূরণ করে তথ্য প্রদান ও সহযোদ্ধা সাক্ষী উপস্থাপনের মাধ্যমে বা দালিলিক প্রমাণের মাধ্যমে প্রমান করতে হবে তিনি কিভাবে মুক্তিযোদ্ধা হয়েছেন বা হতে চান । অর্থাৎ কোথায়, কোন্ কমান্ডারের অধীনে কত দিনের ট্রেনিং গ্রহণ করেছেন, কোন্ কোন্ সম্মুখযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। এ ক্ষেত্রে সহযোদ্ধাগণের মতামতের ভিত্তিতে কমিটি কর্তৃক সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

২। যাচাই-বাছাই আওতাভুক্ত অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদেরকেও ফরম পূরণ করতে হবে।

৩। এছাড়া উপস্থিত মুক্তিযোদ্ধাগণ কোনরুপ প্রশ্ন করলে বা যাচাই-বাছাই কমিটির মাধ্যমে অন্য কেউ যে কোন প্রশ্ন করলে তার সন্তোষজনক জবাব দিতে হবে।

আপীলঃ

১। প্রতিক্ষেত্রে খসড়া ঘোষণার ১৫ দিনের মধ্যে যেকোন সংক্ষুদ্ধ ব্যক্তি উপজেলা যাচাই-বাছাই আওতাভুক্ত মুক্তিযোদ্ধা তালিকাভুক্ত হতে না পারার কারণে আপীল কমিটিতে আপীল করতে পারবেন। আপীলে প্রমানিত হলে সংশ্লিষ্ট মুক্তিযোদ্ধার নাম চুড়ান্ত তালিকায় সংযোজন করা হবে।

২। যাচাই-বাছাই কমিটি কর্তৃক তালিকাভূক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে গুরুতর আপত্তি থাকলেও খসড়া ঘোষণার ১৫ দিনের মধ্যে আপীল কমিটির নিকট আপীল করা যাবে। আপীলে আপত্তির যথার্থতা প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট মুক্তিযোদ্ধার নাম বাদ দিয়ে তালিকা চুড়ান্ত করা হবে।

অভিযোগঃ

১। প্রতিক্ষেত্রে খসড়া ঘোষণার ১৫ দিনের মধ্যে যে কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি উপজেলা যাচাই-বাছাই কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জামুকা বরাবর অভিযোগ উত্থাপন করতে পারবেন ।

অভিযোগ প্রক্রিয়া (লাল মুক্তিবার্তা) ঃ

১। লাল মুক্তিবার্তায় তালিকাভুক্ত কোন মুক্তিযোদ্ধার বিরুদ্ধে কারও অভিযোগ থাকলে অভিযুক্ত মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে কেন স্বীকৃতি পেতে পারেন না তার কারণ সংক্ষিতভাবে উল্লেখ করে ২০ নভেম্বর, ২০১৬ এর মধ্যে স্ব স্ব উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর অভিযোগ দাখিল করতে হবে।

২। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা যাচাই-বাছাই শুরুর কমপক্ষে ২ দিন পূর্বে লাল মুক্তিবার্তায় তালিকাভুক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অভিযোগের অনুলিপি সরবারাহ করবেন ।

৩। সেক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি যাচাই-বাছাই এর অন্তত ১ দিন পূর্বে লিখিতভাবে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট জবাব দাখিল করবেন।

৪। মৃত ও গুরুতর অসুস্থ মুক্তিযোদ্ধার ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারীগণ কর্তৃক ফরম পূরনের মাধ্যমে আবেদন করবেন। সেক্ষেত্রেও সহযোদ্ধাদের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

অন্যান্যঃ

জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের ২৭/১০/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ৪০তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক নুতনভাবে যুদ্ধাহত ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের কোন আবেদন গ্রহন করা হবে না এবং মুক্তিযোদ্ধার বয়স প্রমার্জনেরও কোন সুযোগ নেই।

মহাপরিচালক

জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল